প্রত্যক্ষ কর বিষয়ক পর্যালোচনা

০১। প্রত্যক্ষ করের দপ্তরসমূহ

২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতায় প্রত্যক্ষ কর বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদনের কাজে ৪০টি প্রশাসনিক দপ্তর সম্পৃক্ত ছিল। তন্মধ্যে রাজস্ব সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত ছিল নিম্নোক্ত ৩১টি দপ্তর ঃ

০১। কর অঞ্চল-১, ঢাকা
০২। কর অঞ্চল-২, ঢাকা
০৩। কর অঞ্চল-৩, ঢাকা
০৪। কর অঞ্চল-৪, ঢাকা
০৫। কর অঞ্চল-৫, ঢাকা
০৬। কর অঞ্চল-৬, ঢাকা
০৭। কর অঞ্চল-৭, ঢাকা
০৮। কর অঞ্চল-৮, ঢাকা
০৯। কর অঞ্চল-৯, ঢাকা
১০। কর অঞ্চল-১০, ঢাকা
১১। কর অঞ্চল-১১, ঢাকা
১২। কর অঞ্চল-১২, ঢাকা
১৩। কর অঞ্চল-১৩, ঢাকা
১৪। কর অঞ্চল-১৪, ঢাকা
১৫। কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা
১৬। বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU), ঢাকা
১৭। কেন্দ্রীয় কর জরীপ অঞ্চল, ঢাকা
১৮। কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম
১৯। কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম
২০। কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম
২১। কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম
২২। কর অঞ্চল- রাজশাহী
২৩। কর অঞ্চল- খুলনা
২৪। কর অঞ্চল- বরিশাল
২৫। কর অঞ্চল- রংপুর
২৬। কর অঞ্চল- সিলেট
২৭। কর অঞ্চল- নারায়ণগঞ্জ
২৮। কর অঞ্চল- কুমিল্লা
২৯। কর অঞ্চল- ময়মনসিংহ
৩০। কর অঞ্চল- গাজীপুর
৩১। কর অঞ্চল- বগুড়া

উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় কর জরীপ অঞ্চল, ঢাকা রাজস্ব আহরণ ও জরীপ উভয় প্রকার কাজই সম্পাদন করে থাকে। রাজস্ব সংগ্রহকারী ৩১টি প্রশাসনিক দপ্তরের মধ্যে ১৭টি ঢাকায়, ৪টি চট্টগ্রামে, ১টি রাজশাহীতে, ১টি খুলনায়, ১টি বরিশালে, ১টি রংপুরে, ১টি সিলেটে, ১টি নারায়ণগঞ্জে, ১টি কুমিল্লায়, ১টি ময়মনসিংহে, ১টি গাজীপুরে এবং ১টি বগুড়ায় অবস্থিত।
নিম্নোক্ত ৯টি দপ্তরের মধ্যে ৭টি আপীল কার্যক্রম পরিচালনায়, ১টি প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত এবং ১টি পরিদর্শন সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত রয়েছেঃ

৩২। কর আপীল অঞ্চল-১, ঢাকা
৩৩। কর আপীল অঞ্চল-২, ঢাকা
৩৪। কর আপীল অঞ্চল-৩, ঢাকা
৩৫। কর আপীল অঞ্চল-৪, ঢাকা
৩৬। কর আপীল অঞ্চল- চট্টগ্রাম
৩৭। কর আপীল অঞ্চল- খুলনা
৩৮। কর আপীল অঞ্চল- রাজশাহী
৩৯। কর প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা
৪০। কর পরিদর্শন পরিদপ্তর, ঢাকা

এছাড়া, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অধীন কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। বর্তমানে সারাদেশে কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল এর মোট ৭টি দ্বৈত বেঞ্চ কার্যকর আছে।

০২। রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ

প্রত্যক্ষ কর

প্রত্যক্ষ করের রাজস্বের মধ্যে যে সকল কর খাতের আহরণ সমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তা হলো ঃ
আয়কর, ভ্রমণ কর ও অন্যান্য কর।

লক্ষ্যমাত্রা

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ করে মূল লক্ষ্যমাত্রা ৮৭,১৯০.০০ কোটি টাকা যা নির্ধারণে বিগত বছরের (২০১৬-১৭ অর্থবছর) আহরণের (ছিল ৫৩,৮১২.১৫ কোটি টাকা) তুলনায় প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছিল ৬২.০৩%।
- পরবর্তীতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ করের লক্ষ্যমাত্রা সংশোধন করে ধরা হয়েছিল ৭৮,০০০.০০ কোটি টাকা। বিগত বছরের (২০১৬-১৭ অর্থবছর) আহরণের (৫৩,৮১২.১৫) কোটি টাকার তুলনায় এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ৪৪.৯৫%। অর্থাৎ সংশোধিত মোট লক্ষ্যমাত্রার (২,২৫,০০০.০০ কোটি টাকা) ৩৪.৬৭%।
- তন্মধ্যে কেবল আয়কর খাতে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭৬,৮৬৮.৬১ কোটি টাকা, যা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মোট সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার (২,২৫,০০০.০০ কোটি টাকা) ৩৪.১৬ শতাংশ এবং প্রত্যক্ষ করের মোট লক্ষ্যমাত্রার (৭৮,০০০.০০ কোটি টাকা) ৯৮.৫৫ শতাংশ। (লেখচিত্র-১২)।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মূল লক্ষ্যমাত্রা ও সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার বিবরণী যথাক্রমে সারণী ২৫ ও ২৬ এ দেখানো হয়েছে।

আহরণ

২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ করের বিপরীতে আহরণ হয়েছে ৬২,৩৪০.৪২ কোটি টাকা, যা মোট আহরণের (২,০২,৩১২.৯৪) ৩০.৮১% । এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করের মোট লক্ষ্যমাত্রার ৭৯.৯২% অর্জিত হয়েছে। প্রবৃদ্ধির হার ১৫.৮৫% ।

কেবলমাত্র আয়কর খাতে মোট আহরণ হয়েছে ৬১,১৪৪.৫০ কোটি টাকা, যা আয়করের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৫,৭২৪.১১ কোটি টাকা কম বা ২০.৪৬ শতাংশ কম অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৭৯.৫৪ শতাংশ। বিগত ২০১৬-১৭ অর্থবছরের আয়কর খাতে আহরণের ৫২,৭৫৪.৯৩ কোটি টাকা) তুলনায় এ আহরণ ৮,৩৮৯.৫৭ কোটি টাকা বা ১৫.৯০ শতাংশ বেশী (সারণী-১৭) এবং আলোচ্য অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আয়কর খাতে আহরণকৃত মোট রাজস্বের (২,০২,৩১২.৯৪ কোটি টাকা) ৩০.২২ শতাংশ (সারণী-৯) ও আহরণকৃত মোট প্রত্যক্ষ করের (৬২,৩৪০.৪২ কোটি টাকা) ৯৮.০৮ শতাংশ (লেখচিত্র-১৩)।

লেখচিত্র-১২ ঃ প্রত্যক্ষ করের মোট লক্ষ্যমাত্রায় বৈদেশিক ভ্রমণ কর ও আয়করের অংশ

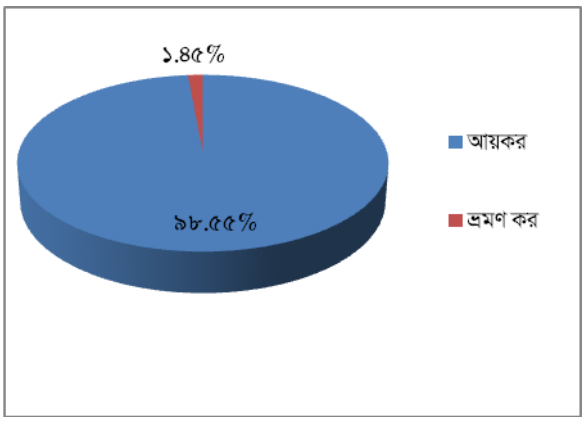

লেখচিত্র-১৩ ঃ আহরণকৃত প্রত্যক্ষ করে বৈদেশিক ভ্রমণ কর ও আয়করের অংশ

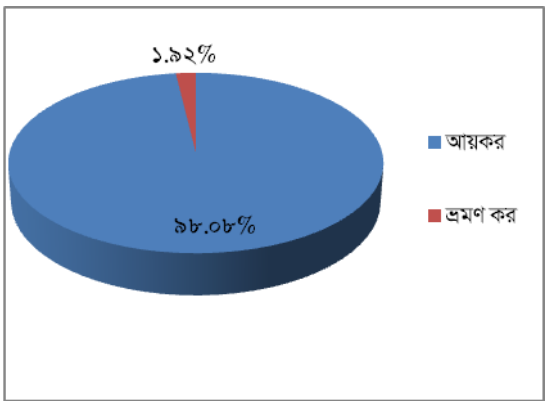

বৈদেশিক ভ্রমণ কর

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বৈদেশিক ভ্রমণ কর খাতে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ১১৩১.৩৯ কোটি টাকার বিপরীতে আহরণ হয়েছে ১১৯৫.৯২ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ১০৫.৭০ শতাংশ (সারণী-৮)। এ আহরণ বিগত অর্থবছরের (২০১৬-১৭ অর্থবছর) আহরণের (ছিল ১০৫৭.২২ কোটি টাকা) তুলনায় ১৩৮.৭০ কোটি টাকা বা ১৩.১২ শতাংশ বেশী (সারণী-১৩)। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বৈদেশিক ভ্রমণ করের কর অঞ্চলভিত্তিক মাসওয়ারী আহরণ সারণী-২৭ এ দেখানো হয়েছে।

আয়করের দপ্তরভিত্তিক রাজস্ব (ক্রম লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে)

- আয়করের দপ্তরসমূহের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা, আহরণের পরিমাণ এবং মোট আহরণের অংশ হিসেবে সবচেয়ে উপরে অবস্থান করছে বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU)। সারা দেশের বড় বড় কোম্পানী এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ করদাতাদের কর প্রদান/আহরণ একটি দপ্তরের মাধ্যমে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে ২০০৩ সনে বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) গঠন করা হয়েছিল। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ দপ্তর ১৬,৩৪২.২২ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আহরণ করেছে ১৬,৪৩৯.৪১ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ১০০.৫৯ শতাংশ। LTU কর্তৃক আহরণকৃত আয়কর মোট আহরণকৃত আয়করের ২৬.৩৭ শতাংশ (সারণী-৩০)।
- লক্ষমাত্রার দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে কর অঞ্চল-২, ঢাকা। এই কর অঞ্চল ১৫,৪৪৪.৩০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আহরণ করেছে ৩,৮৩৯.৩২ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ২৪.৮৬ শতাংশ। এ রাজস্ব আহরণকৃত মোট আয়করের প্রায় ৬.১৬ শতাংশ।

- তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে কর অঞ্চল-১, ঢাকা। এই কর অঞ্চল ৭,৮১১.৯৪ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আহরণ করেছে ৭,২৩০.০৩ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৫৮১.৯১ কোটি টাকা কম আহরণ করেছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৯২.৫৫ শতাংশ। এ রাজস্ব, আহরণকৃত মোট আয়করের প্রায় ১১.৬০ শতাংশ।
- আহরণকৃত মোট আয়করের দপ্তরভিত্তিক আহরণের অংশ লেখচিত্র-১৪ এ দেখানো হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কর অঞ্চলভিত্তিক সংশোধিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রার তথ্য (ভ্রমন করসহ) সারণী-২৬ এবং কর অঞ্চলভিত্তিক মাসিক রাজস্ব আহরণ তথ্য (ভ্রমণ করসহ) সারণী-২৯ এ দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র-১৪ ঃ আহরণকৃত মোট আয়করের দপ্তরভিত্তিক আহরণের অংশ

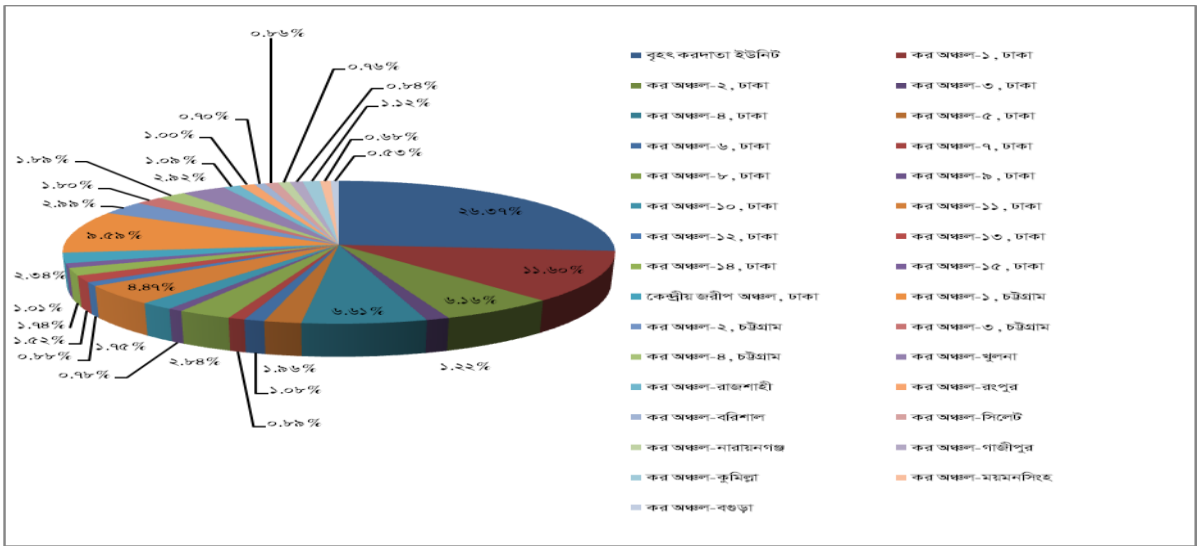

০৩। গ্রস আহরণ, ফেরত ও নীট আহরণ

২০১৭-১৮ অর্থবছরে সর্বমোট আয়কর আহরণ হয়েছে ৬১,২০৯.৬১ কোটি টাকা। ফেরত প্রদান করা হয়েছে ৬৫.১১ কোটি টাকা। নীট আহরণ হয়েছে ৬১,১৪৪.৫০ কোটি টাকা। কর অঞ্চলভিত্তিক গ্রস আহরণ, ফেরত ও নীট আহরণ সারণী-৩১ এ দেখানো হয়েছে।

০৪। কয়েকটি বৃহৎ খাতের আয়কর আহরণ

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সর্বোচ্চ আয়কর আহরণ হয়েছে উৎসে কর্তন থেকে। এর পরিমাণ ৩৭,৩৫৫.১৩ কোটি টাকা।
- দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয়কর আহরণ হয়েছে ৬৪ ধারায় প্রদত্ত অগ্রিম আয়কর থেকে, যার পরিমাণ ১৪,৪০৮.৯৮ কোটি টাকা।
- তৃতীয় স্থানে রয়েছে ৭৪ ধারায় রিটার্নের ভিত্তিতে আহরণকৃত আয়কর থেকে, যার পরিমাণ ৫,০৯৯.৭৫ কোটি টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের কয়েকটি বৃহৎ খাতের আয়কর আহরণ তথ্য সারণী-৩২ এ এবং আহরণকৃত মোট আয়করে কয়েকটি বৃহৎ খাতের আহরণের অংশ লেখচিত্র-১৫ এ দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র-১৫ঃ আহরণকৃত মোট আয়করে কয়েকটি বৃহৎ খাতের আয়কর আহরণের অংশ

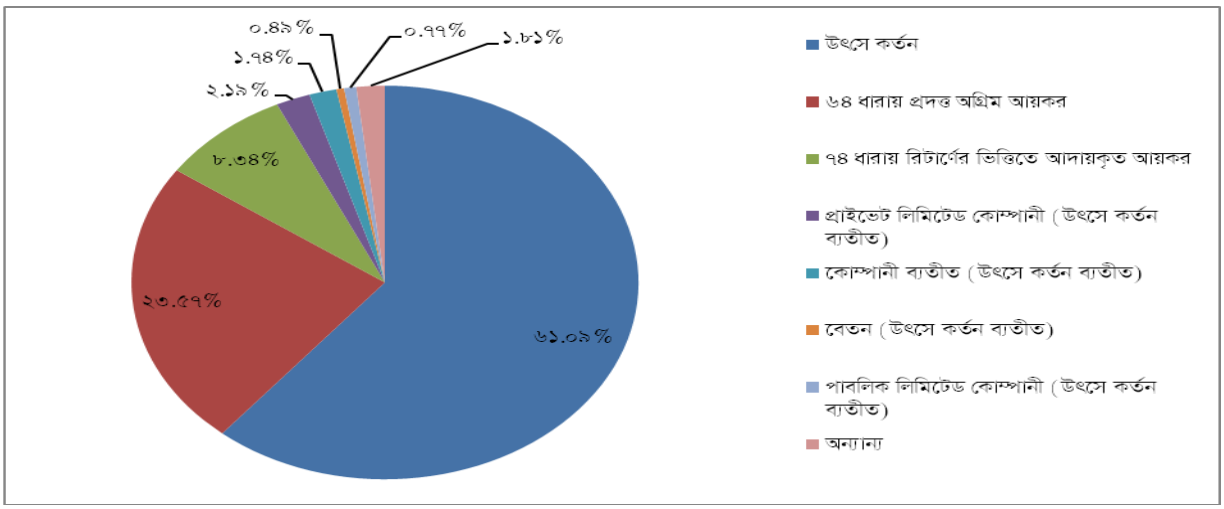

ক) উৎসে আয়কর কর্তন

২০১৭-১৮ অর্থবছরে আহরণকৃত ৬১,১৪৪.৫০ কোটি টাকা আয়করের মধ্যে ৩৭,৩৫৫.১৩ কোটি টাকা উৎসে কর কর্তনের মাধ্যমে আহরণ হয়েছে। অর্থাৎ মোট আহরণকৃত আয়করের ৬১.০৯ শতাংশ আহরণ হয়েছে উৎসে কর কর্তনের মাধ্যমে। প্রধান খাতসমূহের উৎসে আয়কর কর্তনের পরিমাণ ও মোট উৎসে কর কর্তনের শতকরা অংশ সারণী-৩৩ এ দেখানো হয়েছে। সর্বোচ্চ আহরণ হয়েছে কন্ট্রাক্টর/সাব কন্ট্রাক্টর প্রদত্ত রাজস্ব হতে, যার পরিমাণ ৮,২০৪.৬৬ কোটি টাকা। এর পরই উল্লেখ্যযোগ্য পরিমাণ আহরণ হয়েছে আমদানিকারক থেকে, যার পরিমাণ ৭,৩৪৬.৩১ কোটি টাকা এবং তৃতীয় স্থানে আছে সঞ্চয়ী আমানত ও মেয়াদী আমানতের সুদ থেকে আহরণকৃত ৫,৮০৯.৯৯ কোটি টাকা। সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎসে আয়কর আহরণ করেছে কর অঞ্চল -১, ঢাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রধান খাতসমূহের কর অঞ্চলভিত্তিক উৎসে আয়কর আহরণের পরিমাণ সারণী-৩৪ এ দেখানো হয়েছে।

খ) ৬৪ ধারায় প্রদত্ত অগ্রিম আয়কর ও ৭৪ ধারায় রিটার্নের ভিত্তিতে প্রদত্ত আয়কর

২০১৭-১৮ অর্থবছরে আহরণকৃত ৬১,১৪৪.৫০ কোটি টাকা আয়করের মধ্যে ৬৪ ধারায় প্রদত্ত অগ্রিম আয়করের পরিমাণ ১৪,৪০৮.৯৮ কোটি টাকা এবং ৭৪ ধারায় রিটার্নের ভিত্তিতে প্রদত্ত আয়করের পরিমাণ ৫,০৯৯.৭৫ কোটি টাকা, যা এই অর্থবছরে আহরণকৃত মোট আয়করের যথাক্রমে ২৩.৫৭ শতাংশ এবং ৮.৩৪ শতাংশ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের কর অঞ্চলভিত্তিক ৬৪ ধারায় প্রদত্ত অগ্রিম আয়কর ও ৭৪ ধারায় রিটার্নের ভিত্তিতে প্রদত্ত আয়কর এর তথ্য সারণী-৩৭ এ দেখানো হয়েছে।

গ) কোম্পানী ও কোম্পানী ব্যতীত অন্যান্য আয়কর আহরণ

২০১৭-১৮ অর্থবছরে আহরণকৃত ৬১,১৪৪.৫০ কোটি টাকা আয়করের মধ্যে কোম্পানী হতে আহরণ হয়েছে ৩৬০৫৮.০৮ কোটি টাকা, যা মোট আহরণের ৬৩.৬০ শতাংশ এবং কোম্পানী ব্যতীত আহরণ হয়েছে ২০৬৩৭.৮১ কোটি টাকা, যা মোট আহরণের ৩৬.৪০ শতাংশ। ১৯৯১-৯২ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত কোম্পানী ও কোম্পানী ব্যতীত আয়কর আহরণের পরিমাণ ও আহরণকৃত মোট আয়করের অংশ সারণী-৩৮ এ দেখানো হয়েছে।

০৫। বকেয়া আয়কর ও আদায়কৃত বকেয়া আয়কর

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বকেয়া আয়করের পরিমাণ ছিল ১৮,৫৯১.৬০ কোটি টাকা এবং বকেয়া আয়কর হতে আদায় হয়েছে ২,২৩১.৭৬ কোটি টাকা। সর্বাধিক বকেয়া আয়কর ৫২১.৭৮ কোটি টাকা আদায় করেছে বৃহৎ করদাতা ইউনিট, ঢাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের কর অঞ্চলভিত্তিক বকেয়া আয়করের পরিমাণ ও আহরণের পরিমাণ সারণী-৩৯ এ দেখানো হয়েছে।

০৬। আয়কর দাবী ও আহরণ

২০১৭-১৮ অর্থবছর আয়কর দাবীর মোট পরিমাণ ৩৪,৩০৭.৮০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ইতোপূর্বে বকেয়া দাবীর জের ছিল ২৩,৪৭৮.৭১ কোটি টাকা এবং সৃষ্ট চলতি দাবীর পরিমাণ ১০,৮২৯.০৯ কোটি টাকা। আপীল রিভিশনের মাধ্যমে দাবী ৪,৮১৪.৩৪ কোটি টাকা কমেছে এবং স্থগিত দাবীর পরিমাণ ১৪,১৩৯.২২ কোটি টাকা । আদায়যোগ্য দাবীর পরিমাণ ১৫,৩৫৪.২৪ কোটি টাকা। মোট দাবীর মধ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আহরণ হয়েছে ৩,১৩০.৩০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১,৯২৯.৫৯ কোটি টাকা আহরণ হয়েছে বকেয়া দাবী থেকে এবং ১,২০০.৭১ কোটি টাকা আহরণ হয়েছে চলতি দাবী থেকে। এছাড়া মোট দাবী আহরণের ভিত্তিতে বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা-৪ ও চট্টগ্রাম-২ যথাক্রমে এগিয়ে আছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের কর অঞ্চলভিত্তিক আয়কর দাবী ও দাবী আহরণের পরিমাণ সারণী-৪০ এ দেখানো হয়েছে।

০৭। আয়কর মামলা

২০১৭-১৮ অর্থবছরে আয়কর সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের মামলার তথ্যাদি (আয়ের শ্রেণীর ভিত্তিতে কোম্পানী ও কোম্পানী ব্যতীত মামলার সংখ্যা ও নিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা, পাবলিক লিমিটেড ও প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী মামলার সংখ্যা, বৈতনিক মামলা ও স্বনির্ধারণী মামলার সংখ্যা) সারণী-৪১ থেকে ৪৮ এ দেখানো হয়েছে।

০৮। কর আপীল কার্যক্রম

অঞ্চলভিত্তিক ৭টি কর আপীল কার্যালয় কর আপীল (নিষ্পত্তি) সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ছিল ৫,৩৮৪ টি ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ৫,৬৩৩.১৬ কোটি টাকা এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দায়েরকৃত আপীল মামলার সংখ্যা ১৭,৬৪০ টি ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ১৪,৯৬৩.৭৬ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত মামলার মোট সংখ্যা ২৩,০২৪ টি ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ২০,৫৯৬.৯২ কোটি টাকা। এ অর্থবছরে নিষ্পন্ন আপীল মামলার সংখ্যা ১৭,৬৫০ টি ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ১৫,৩০৮.৭৪ কোটি টাকা। বর্তমান অর্থবছর শেষে অবশিষ্ট অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৫,৩৪৩ টি ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ৫,৩০৫.৬০ কোটি টাকা। বিগত অর্থবছরের তুলণায় নিষ্পণ্ন মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ সে হারে বৃদ্ধি পায়নি। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের কর আপীল অঞ্চলভিত্তিক তথ্যাদি সারণী-৪৯ এ দেখানো হয়েছে।

এছাড়া, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কর আপীলাত ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত আপীল মামলার সংখ্যা ৮,২৩৪ টি ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ৪০,০১৬.৪৪ কোটি টাকা এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দায়েরকৃত আপীল মামলার সংখ্যা ছিল ৭,৬২৬ টি ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ২,৬২৬.৩৭ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৬০৮ টি বৃদ্ধি পায়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৮,৭৩৬ টি ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ৪০,১৫৩.৪৪ কোটি টাকা এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে নিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ছিল ৭,৪০৫ টি ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ২,৮৯৮.৩৮ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছর শেষে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ১,৮০২ টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ৬৯০.৩১ কোটি টাকা (সারণী-৫০)।

০৯। আয়করদাতার সংখ্যা

২০১৭-১৮ অর্থবছরে আয়করদাতার মোট সংখ্যা ছিল ৩৬,৩৩,২৫০ জন। তন্মধ্যে কোম্পানী করদাতার সংখ্যা ৭৯,৮৭০ জন, বৈতনিক করদাতার সংখ্যা ১০,৮৫,২৪৮ জন এবং কোম্পানী ও বৈতনিক ব্যতীত করদাতার সংখ্যা ২৪,৬৮,১৩২ জন (সারণী-৫১)। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের কর অঞ্চলভিত্তিক আয়কর মামলার সংখ্যা ও

নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা সারণী-৫২ এ দেখানো হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আয়ের ধাপভিত্তিক আয়করদাতার সংখ্যা সারণী-৫৩ এ দেখানো হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে Section 45, 46, 46A এর অধীন কর অবকাশ প্রাপ্ত করদাতার সংখ্যা ছিল ১০৪ এবং কর অবকাশের সাথে জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ২৮.০০ কোটি টাকা এবং SRO এর অধীন কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত করদাতার সংখ্যা ছিল ১০৫ এবং কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৩৪ কোটি টাকা (সারণী-৫৪)।

১০। দ্বৈতকর পরিহার এবং কর ফাঁকি রোধ চুক্তি

২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশের সাথে ৩৩ টি দেশের দ্বৈতকর পরিহার এবং কর ফাঁকি রোধ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। যেসব দেশের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে সে সব দেশের নাম ও চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ সারণী-৫৫ এ দেখানো হয়েছে।

১১। প্রত্যক্ষ কর আদায়ে প্রশাসনিক ব্যয়

আয়কর এবং অন্যান্য করখাতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আয় হয়েছে ৫৩,৮১২.১৫ কোটি টাকা এবং এ রাজস্ব সংগ্রহের জন্য ব্যয় হয়েছে ৪০২.৪০ কোটি টাকা। প্রত্যক্ষ করখাতে প্রতি ১০০ টাকা রাজস্ব আহরণের জন্য প্রশাসনিক ব্যয় হয়েছে ০.৭৫ টাকা [সারণী-২৪ ক]।

১২। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম

বিসিএস (কর) একাডেমি, ঢাকা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে যে সব প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পাদন করেছে তার মধ্যে আছে বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কোর্স, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ই-ফাইলিং সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কোর্স, Traning on Project Management and Public procurement, লেজিস্লেটিভ ড্রাফিটিং প্রশিক্ষণ কোর্স, বিভিন্ন গ্রেডের কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ রিফ্রেসার্স কোর্স, কর তথ্য ইউনিটের ডিজাইন, কাঠামো কর্মপদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্স এবং দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ৬৬৩ জন প্রশিক্ষণার্থী এই একাডেমী হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন (সারণী-৫৬)।

১৩। কর বিভাগের কর্মকর্তাদের বৈদেশিক ভ্রমণ সংক্রান্ত তালিকা

২০১৭-১৮ অর্থবছরে ০১-০৭-২০১৭ হতে ৩০-০৬-২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত কর বিভাগের কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত তথ্য সারণী-৫৭ এ দেখানো হয়েছে।

১৪। সম্পদের ভিত্তিতে সারচার্জ আহরণ সংক্রান্ত

২০১৭-১৮ অর্থবছরে সম্পদের ভিত্তিতে আহরণকৃত সারচার্জ এর কর অঞ্চলভিত্তিক তালিকা এবং পরিমাণ ৪৫৯.২২ কোটি টাকা যা সারণী-৫৮ এ দেখানো হয়েছে।

১৫। রিটার্ন দাখিলের তথ্য সংক্রান্ত

২০১৭-১৮ অর্থবছরে কর অঞ্চলভিত্তিক রিটার্ন দাখিলের তথ্য এবং রিটার্নের ভিত্তিতে আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ সারণী-৫৯ ও সারণী-৬০ এ দেখানো হয়েছে। উক্ত সারণীগুলোতে পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, কর অঞ্চল ঢাকা-৩,৮,১১,১২,১৪ ও কর অঞ্চল চট্টগ্রাম-২,৩ এ রিটার্ন দাখিলের সংখ্যা বৃদ্ধি হলেও সে হারে রাজস্বের পরিমাণ বাড়েনি।

১৬। কেন্দ্রীয় কর জরীপ অঞ্চল কর্তৃক বিভিন্ন খাতের আহরণ

২০১৭-১৮ অর্থবছরের বিআরটিএ, সম্পত্তি হস্তান্তরকালীন উৎসে কর্তিত আয়কর, ৬৪ ধারা, ৭৪ ধারা ও অন্যান্য খাতে ১৮৮৫.৬৬ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আহরণ হয়েছে ১,৪৫৯.৮৭ কোটি টাকা যা সারণী -৬১ এ দেখানো হয়েছে।

১৭। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কর অঞ্চলভিত্তিক ADR সম্পর্কিত মামলার তথ্য

২০১৭-১৮ অর্থবছরে কর অঞ্চলভিত্তিক ADR এ গৃহীত মামলা সংখ্যা ছিল ২৪৭ টি, নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ছিল ১৯৯ টি, সংশ্লিষ্ট মামলাসমূহে জড়িত মূল রাজস্ব/জরিমানার পরিমাণ ছিল ১,৪৯১.১২ কোটি টাকা, নিষ্পত্তির পর নিরুপিত রাজস্ব/জরিমানার পরিমাণ ছিল ৬৮৪.৪৭ কোটি টাকা এবং আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১০০.৫৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর) ও কর অঞ্চল-২, ঢাকায় সর্বোচ্চ ২৮টি মামলা গৃহীত হয়েছে এবং নিষ্পত্তিকৃত রাজস্বের পরিমাণ যথাক্রমে ৪৬৪.০০ কোটি ও ৯২.৩৬ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ADR এ গৃহীত মামলা সংখ্যা ২৮৭ টি, নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ২৬৬ টি, সংশ্লিষ্ট মামলাসমূহে জড়িত মূল রাজস্ব/জরিমানার পরিমাণ ২,৪০৯.৫১ কোটি টাকা, নিষ্পত্তির পর নিরুপিত রাজস্ব/জরিমানার পরিমাণ ৭৩৪.৬৭ কোটি টাকা এবং আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ ২৩১.৪৩ কোটি টাকা, যা সারণী ৬২ তে দেখানো হয়েছে।

১৮। কর অঞ্চলভিত্তিক পরিদর্শী রেঞ্জ ও সার্কেলসমূহের সংখ্যা

মোট ৩১টি কর অঞ্চলের মধ্যে কেন্দ্রীয় কর অঞ্চল, ঢাকাতে ৫টি পরিদর্শী রেঞ্জ ও ১১টি সার্কেল রয়েছে। এছাড়া বাকী ২৯টি কর অঞ্চলের প্রতিটিতে ০৪ পরিদর্শী রেঞ্জ ও এর আওতায় ২২টি সার্কেল রয়েছে। মোট ৩১টি কর অঞ্চলের সর্বমোট পরিদর্শী রেঞ্জ ১২১টি এবং সার্কেল ৬৪৯টি রয়েছে, যা সারণী-৬৩ এ দেখনো হয়েছে। বৃহৎ করদাতা ইউনিট, ঢাকায় কোন সার্কেল নেই। এ দপ্তর সরাসরি কর আহরণ সম্পাদন করে থাকে।

০২। পরোক্ষ কর বিষয়ক পর্যালোচনা

পরোক্ষ করের দপ্তরসমূহ

২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতায় নিম্নলিখিত ৩০টি দপ্তর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পরোক্ষ কর আহরণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত ছিল ঃ

১) কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম
২) কাস্টম হাউস, বেনাপোল
৩) কাস্টম হাউস, কুর্মিটোলা, ঢাকা
৪) কাস্টম হাউস, আইসিডি, কমলাপুর, ঢাকা
৫) কাস্টম হাউস, মোংলা

৬) কাস্টম হাউস, পানগাঁও
৭) কাস্টম্‌স বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা
৮) কাস্টমস্‌ বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম
৯) বৃহৎ করদাতা ইউনিট (ভ্যাট), ঢাকা
১০) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা
১১) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর), ঢাকা
১২) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম), ঢাকা
১৩) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা
১৪) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, চট্টগ্রাম
১৫) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, কুমিল্লা
১৬) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, রাজশাহী
১৭) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, যশোর
১৮) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, খুলনা
১৯) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, সিলেট
২০) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, রংপুর
২১) শুল্ক মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট, ঢাকা
২২) নিরীক্ষা, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর মূল্য সংযোজন কর, ঢাকা
২৩) শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, ঢাকা
২৪) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট আপীল কমিশনারেট, ঢাকা - ০১
২৫) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট আপীল কমিশনারেট, ঢাকা - ০২
২৬) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট আপীল কমিশনারেট, চট্টগ্রাম
২৭) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট আপীল কমিশনারেট, খুলনা
২৮) শুল্ক, রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর, ঢাকা
২৯) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমী, চট্টগ্রাম
৩০) স্থায়ী প্রতিনিধির দপ্তর, ব্রাসেলস্‌, বেলজিয়াম।

উপরের দপ্তরসমূহের মধ্যে প্রথম ২০টি সরাসরি রাজস্ব আহরণের সাথে সম্পৃক্ত। বিভিন্ন কাস্টম হাউস ও কমিশনারেট এর অধীন রয়েছে এক বা একাধিক কাস্টমস স্টেশন। তবে সকল কাস্টমস স্টেশন কার্যকর নেই। ঘোষিত কাস্টমস স্টেশনের সংখ্যা ৬৯টি। এর মধ্যে ৪০টি কার্যকর আছে এবং অকার্যকর রয়েছে ২৯টি। এ বিষয়ে সারণী-৯৬ তে বিস্তারিত তথ্যাদি রয়েছে। এছাড়া অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অধীন শুল্ক, আবগারী ও মূল্য সংযোজন কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা পরোক্ষ কর ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত।

০২। আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ের রাজস্ব

লক্ষ্যমাত্রা

২০১৭-১৮ অর্থবছরে আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে মূল লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭০,০০০.০০ কোটি টাকা যা নির্ধারণে বিগত অর্থবছরের (২০১৬-১৭ অর্থবছর) আহরণের (৫৪,২৮১.৮৭ কোটি টাকা) তুলনায় প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছিল ২৮.৯৬%। পরবর্তীতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা সংশোধন করে ৬৪,০০০.০০ কোটি টাকায় নির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে বিগত অর্থবছরের (২০১৬-১৭ অর্থবছর) আহরণের (৫৪,২৮১.৮৭ কোটি টাকা) তুলনায় প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছিল ১৭.৯০%। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের মূল লক্ষ্যমাত্রা ও সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার তথ্য যথাক্রমে সারণী-৬৪ ও ৬৪ (ক) এ দেখানো হয়েছে।

আহরণ

২০১৭-১৮ অর্থবছরে আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে আহরিত হয়েছে ৬১,২৭৮.৫৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রা ৬৪,০০০.০০ কোটি টাকা) এর চেয়ে ২,৭২১.৪৫ কোটি টাকা কম। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৯৫.৭৫ শতাংশ (সারণী- ৬৪ ক)। এ আহরণ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের আহরণ ৫৪,২৮১.৮৭ কোটি টাকা থেকে ৬,৯৯৬.৬৮ কোটি টাকা বা ১২.৮৯ শতাংশ বেশী এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরণকৃত মোট রাজস্বের (২,০২,৩১২.৯৪ কোটি টাকা) ৩০.২৯ শতাংশ ও আহরণকৃত মোট পরোক্ষ করের (১,৩৯,৯৭২.৫২ কোটি টাকা) ৪৩.৭৮ শতাংশ।

দপ্তরভিত্তিক রাজস্ব

- আমদানি পর্যায়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সর্বাধিক রাজস্ব আহরণ করেছে কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম। ৪৪,৬৭৭.২১ কোটি টাকা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এ কাস্টম হাউস আহরণ করেছে ৪১,৭৭৭.৬৩ কোটি টাকা। সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে তা ২,৮৯৯.৫৮ কোটি টাকা কম । লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৯৩.৫১ শতাংশ। এ আহরণ আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে আহরণকৃত মোট রাজস্বের ৬৮.১৭ শতাংশ এবং আহরণকৃত মোট পরোক্ষ করের ২৯.৮৫ শতাংশ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরণকৃত মোট রাজস্বের ২০.৬৫ শতাংশ।
- দ্বিতীয় স্থানে আছে কাস্টম হাউস, বেনাপোল। এ কাস্টম হাউস ৪,১৯৫.৮৮ কোটি টাকা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আহরণ করেছে ৪,০২২.৪২ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৭৩.৪৬ কোটি টাকা কম আহরণ করেছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৯৫.৮৭ শতাংশ। এ আহরণ আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে আহরণকৃত মোট রাজস্বের ৬.৫৬ শতাংশ।
- আমদানি পর্যায়ে রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে তৃতীয় অবস্থানে আছে কাস্টম হাউস, ঢাকা। এ কাস্টম হাউস ৪,০০৪.০০ কোটি টাকা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আহরণ করেছে ৩,৬২৭.৯৫ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩৭৬.০৫ কোটি টাকা কম আহরণ করেছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৯০.৬১ শতাংশ। এ আহরণ আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে আহরণকৃত মোট রাজস্বের ৫.৯২ শতাংশ। কাস্টম হাউস ও কমিশনারেটভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ তথ্য সারণী-৬৪ ও ৬৪(ক) এবং আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে আহরণকৃত মোট রাজস্বের দপ্তরভিত্তিক আহরণের অংশ লেখচিত্র-১৬ এ দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র-১৬ ঃ আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে আহরণকৃত রাজস্বের দপ্তরভিত্তিক অংশ

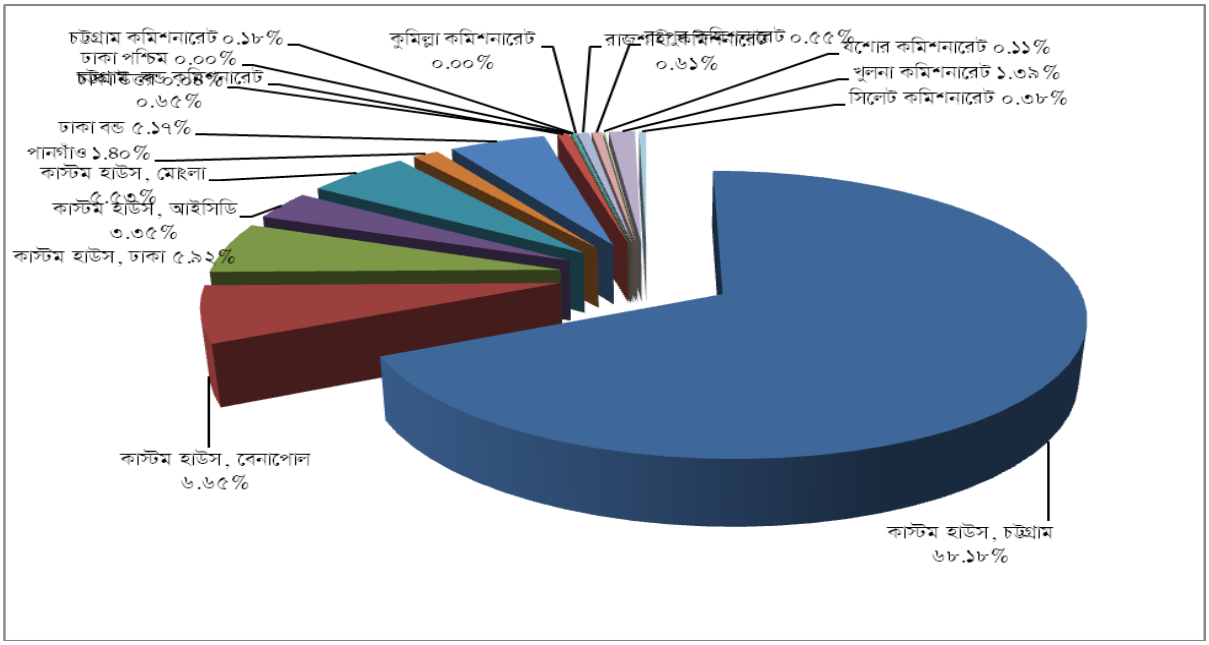

খাতভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ৬৪,০০০.০০ কোটি টাকার মধ্যে আমদানি পর্যায়ে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৪,৭২৩.১৬ কোটি টাকা, মূল্য সংযোজন করের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩০,৩২৪.৬৯ কোটি টাকা, সম্পূরক শুল্কের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮,৯২৪.৭৩ কোটি টাকা এবং রপ্তানি পর্যায়ে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৭.৪৩ কোটি টাকা।
- আমদানি পর্যায়ে আহরণকৃত রাজস্ব ৬১,২৭৮.৫৫ কোটি টাকার মধ্যে আমদানি শুল্ক খাতে আহরণ হয়েছে ২৪,৩১৯.৭৮ কোটি টাকা, মূল্য সংযোজন কর খাতে আহরণ হয়েছে ২৯,০৪৯.৭৮ কোটি টাকা এবং সম্পূরক শুল্ক খাতে আহরণ হয়েছে ৭,৮৭৩.১১ কোটি টাকা এবং রপ্তানি শুল্ক খাতে আহরণ হয়েছে ৩৫.৮৮ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে রাজস্বের মোট লক্ষ্যমাত্রার ও মোট আহরণের খাতভিত্তিক শতকরা হার যথাক্রমে লেখচিত্র-১৭ ও লেখচিত্র-১৮ তে দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র-১৭ঃ আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে রাজস্বের মোট লক্ষ্যমাত্রার খাতভিত্তিক শতকরা হার

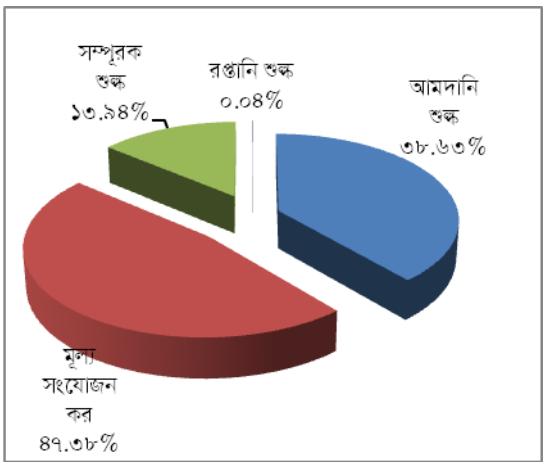

লেখচিত্র-১৮ঃ আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে রাজস্বের মোট আহরণের খাতভিত্তিক শতকরা হার

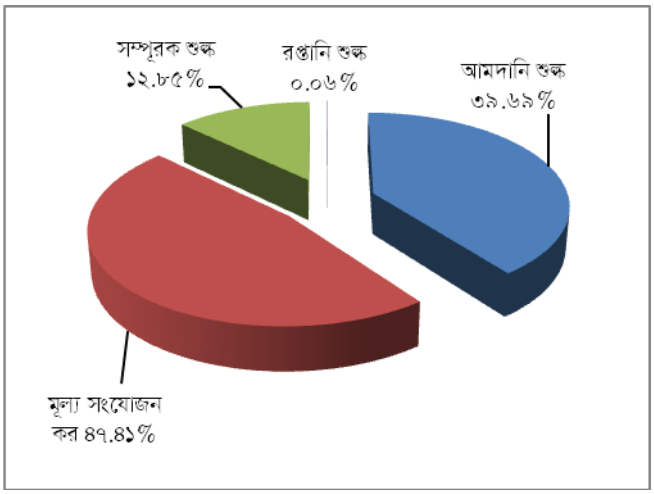

২০১৭-১৮ অর্থবছরে কাস্টম হাউস ও কমিশনারেট ভিত্তিক বিভিন্ন খাতের লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ এবং লক্ষ্যমাত্রার সাথে আহরণের পার্থক্যের (হ্রাস/বৃদ্ধি) তথ্য, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ের

রাজস্বের খাতভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণের তথ্য, কাস্টম হাউস/কমিশনারেটভিত্তিক রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণের তথ্য, আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে কাস্টম হাউস/কমিশনারেটওয়ারী মাসভিত্তিক রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণের তথ্য, কাস্টম হাউস/কমিশনারেটভিত্তিক কেবল আমদানি শুল্কের লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণের তথ্য, রপ্তানি শুল্কের মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণের তথ্য, আমদানি পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্কের মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণের তথ্য যথাক্রমে সারণী- ৬৫ থেকে ৭১ এ দেখানো হয়েছে।

আমদানি পর্যায়ে সংগৃহীত কিন্তু আমদানি শুল্কের হিসাবে অন্তর্ভূক্ত নয় এমন করাদি/ফি

আমদানি পর্যায়ের শুল্কের হিসাবে অন্তর্ভূক্ত নয় এমন কিছু কর/ফি আমদানি পর্যায়ে সংগৃহীত হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ ধরনের করাদি ও ফি সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ১২,৯৫০.৮২ কোটি টাকা। এর মধ্যে অগ্রিম আয়করের পরিমাণ ৭,৫৯৪.৭৯ কোটি টাকা, অগ্রিম মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ ৪,৯১৭.৬৭ কোটি টাকা, সি এন্ড এফ ভ্যাট ১৮০.৪২ কোটি টাকা এবং সি এন্ড এফ অগ্রিম আয়কর ২৫৭.৯৪ কোটি টাকা। কাস্টম হাউস ও কমিশনারেটভিত্তিক এ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সারণী-৭২ তে দেখানো হয়েছে।

আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আমদানিকৃত পণ্যের মোট মূল্য ছিল ৬,৫৫,৭২৬.১৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে শুল্ক-কর প্রদেয় পণ্য অর্থাৎ শুল্ক-যুক্ত পণ্য মূল্য ছিল ৫,৪৪,৪০৮.৯৫ কোটি টাকা এবং শুল্ক-মুক্ত পণ্য মূল্য ছিল ১,১১,৩১৭.২১ কোটি টাকা।
- শুল্ক-কর প্রদেয় অর্থাৎ শুল্ক-যুক্ত পণ্যের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত আছে সাধারণ আমদানি, দেশে ব্যবহারের জন্য বন্ডের মাধ্যমে আমদানি, ১০০ শতাংশ রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বন্ডে আমদানি, ইপিজেডে অবস্থিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানি এবং ডিপ্লোমেটিক বন্ডেডওয়্যার হাউস কর্তৃক আমদানি এবং অন্যান্য। আইন অথবা এস.আর.ও দ্বারা অব্যাহতি প্রাপ্ত পণ্যকে শুল্ক-মুক্ত পণ্য হিসাবে দেখানো হয়েছে।
- শুল্ক-কর প্রদেয় আমদানিকৃত পণ্যের মধ্যে রয়েছে সাধারণ আমদানি ৩,১৩,৯৪৮.৪৫ কোটি টাকা মূল্যের, হোম কনজামশনের জন্য বন্ডে আমদানি ৩৪,৩২৩.৫৯ কোটি টাকা মূল্যের, ১০০ শতাংশ রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানি ৯৬,৩৯৬.৪৭ কোটি টাকা মূল্যের, ইপিজেডে অবস্হিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বন্ডে আমদানি ১২,৬৩৩.০৩ কোটি টাকা মূল্যের এবং ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউস কর্তৃক আমদানিকৃত ৪৯৫.৬২ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য। এ সংক্রান্ত মাসভিত্তিক বিস্তারিত তথ্য সারণী ৭৩ এ দেখানো হয়েছে।
- আমদানিকৃত পণ্যের মোট মূল্যের ৮৩.০২ শতাংশ শুল্ক-কর প্রদেয় পণ্য অর্থাৎ শুল্কযুক্ত পণ্য এবং ১৬.৯৭ শতাংশ শুল্কমুক্ত পণ্য। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কাস্টম হাউস ও কমিশনারেটভিত্তিক শুল্কযুক্ত পণ্য এবং শুল্কমুক্ত পণ্য আমদানির পরিসংখ্যান সারণী ৭৪ এ দেখানো হয়েছে।

শুল্কহারভিত্তিক আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য ও আহরণকৃত রাজস্ব

শুল্কহারভিত্তিক আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- শূণ্যহার বা শুল্ক-মুক্ত পণ্য সর্বাধিক মূল্যের আমদানি হয়েছে যার মূল্য ১,৪০,২২৫.২৫ কোটি টাকা।
- মূল্যের দিক থেকে আমদানিকৃত পণ্যের দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ৫% শুল্কহারের পণ্য যার মূল্য ৫৩,৯৯৮.৪২ কোটি টাকা এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ১% শুল্কহারের পণ্য যার মূল্য ৪৯,১৪৮.৪৩ কোটি টাকা।
- আমদানি পর্যায়ে আহরণকৃত রাজস্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশী রাজস্ব আহরণ হয়েছে ২৫% শুল্কহারের পণ্য থেকে, যার মূল্য ৩৪,৯৪৭.২৭ কোটি টাকা এবং আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ ২৪,২০৮.৭৬ কোটি টাকা।
- দ্বিতীয় সর্বাধিক রাজস্ব আহরণ হয়েছে ১০% শুল্কহারের পণ্য থেকে এবং তৃতীয় সর্বাধিক রাজস্ব আহরণ হয়েছে ৫% শুল্কহারের পণ্য থেকে।
- ১০% ও ৫% শুল্কহারের পণ্য থেকে আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ যথাক্রমে ১১,৮৭২.০০ কোটি টাকা এবং ৯,৭৫৯.৪৪ কোটি টাকা।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিভিন্ন শুল্কহারে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য ও সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ সারণী-৭৫ এ দেখানো হয়েছে।

আমদানিকৃত মুখ্য পণ্য

২০১৭-১৮ অর্থবছরে আমদানিকৃত মুখ্য পণ্যের তালিকায় রয়েছে মোটর গাড়ী ও অন্যান্য যানবাহন, তেল ও বিটুমিন; বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ইত্যাদি। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে -

- সর্বাধিক রাজস্ব আহরণ হয়েছে মোটর গাড়ী ও অন্যান্য যানবাহন খাত থেকে। এর পরিমাণ ৮,৮৪০.১৩ কোটি টাকা।
- দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি, সাউন্ড রেকডার্স ও রিপডিউসার, টেলিভিশন ইমেজ ও সাউন্ড রেকডার্স ও রিপডিউসার এবং আনুষঙ্গিক উপকরণ এর থেকে আহরণ হয়েছে ৬,৩৪৮.২৯ কোটি টাকা।
- তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে প্রাকৃতিক জ্বালানি, তেল ও বিটুমিন। এর থেকে রাজস্ব আহরণ হয়েছে ৬১৩১.০২ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের পণ্যভিত্তিক আমদানি মূল্য, আমদানি শুল্ক, ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্কের বাজেটারী বিবরণী সারণী-৭৬ তে দেখানো হয়েছে এবং আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কর আহরণের দিক থেকে প্রধান খাতসমূহের অবদান সারণী-৭৮(ক) তে দেখানো হয়েছে।

আমদানিকৃত নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য

জনগণের দৈনন্দিন চাহিদা মিটানোর জন্য বিদেশ থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি করতে হয়। এর মধ্যে চাল, গম, ডাল, বিভিন্ন ধরনের ভোজ্য তেল, চিনি, গুঁড়া দুধ, পেঁয়াজ, রসুন , আদা, জিরাসহ বিভিন্ন ধরনের মসলা, আলু, টমেটো উল্লেখযোগ্য।

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আমদানি পর্যায়ে এ ধরনের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানির পরিমাণ ৮১,৬০,৩০২.০০ মেট্রিক টন এবং আমদানি মূল্য ৩৮,২২৬.৬৪ কোটি টাকা।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আমদানিকৃত এ ধরনের পণ্যের পরিমাণ ছিল ১,০১,৭২,৪৫৩.৮৯ মেট্রিক টন এবং আমদানি মূল্য ছিল ৩৩,৬১১.৩০ কোটি টাকা। অর্থাৎ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আমদানির পরিমাণ ২০১২১৫১.৮৯ মেট্রিক টন বা ১৯.৭৮ শতাংশ কম এবং আমদানি মূল্য ১০,২১৭.২৯ কোটি টাকা বা ১৩.৭৩ শতাংশ বেশি হয়েছে।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছর এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরের কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানির পরিমাণ ও মূল্য সারণী-৭৭ তে দেখানো হয়েছে।

রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রপ্তানিকৃত পণ্যের সর্বমোট শুল্কায়নযোগ্য মূল্য ৩,৬০,১৩৩.৬৬ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের মোট রপ্তানি মূল্য ৪,২৯,৭০২.০৭ কোটি টাকার চেয়ে ৬৯,৫৬৮.৪১ কোটি টাকা কম।
- দেশের সর্বাধিক রপ্তানি (মোট রপ্তানির ৫৮.৫৯ শতাংশ) সম্পন্ন হয় কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম এর মাধ্যমে।
- দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (মোট রপ্তানির ৩২.৮২ শতাংশ)
- তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে কাস্টম হাউস, ঢাকা (মোট রপ্তানির ৫.৫৪ শতাংশ)।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে যে সব পণ্য রপ্তানি হয়েছে তার মধ্যে তৈরী পোষাক রপ্তানি হয়েছে সর্বাধিক।

  মোট রপ্তানি মূল্যের ৭০.৩০ শতাংশ তৈরী পোষাক রপ্তানি হয়েছে। তৈরী পোষাকের মধ্যে ওভেন তৈরী পোষাক মোট রপ্তানির মূল্যের ৫১.০৯ শতাংশ এবং নীটেড তৈরী পোষাক মোট রপ্তানি মূল্যের ১৯.২১ শতাংশ।
- দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে নীটেড ফেব্রিকস (মোট রপ্তানি মূল্যের ২.১৫ শতাংশ)।
- তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে মাছ (মোট রপ্তানি মূল্যের ০.৬২ শতাংশ)।

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কাস্টম হাউস ও কমিশনারেটভিত্তিক রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য সারণী-৭৮ তে, মুখ্য কয়েকটি রপ্তানি পণ্য রপ্তানির পরিমাণ ও মূল্যের তথ্য সারণী-৭৯ তে এবং রপ্তানি শুল্ক আহরণকৃত পণ্যের নাম, পরিমাণ, মূল্য ও আহরণকৃত রাজস্ব সারণী-৭৯ (ক) তে দেখানো হয়েছে।

বিল অব এন্ট্রি ও বিল অব এক্সপোর্টের সংখ্যা

আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ের কার্যক্রমের চালান নির্ধারণের নির্দেশক বিল অব এন্ট্রি ও বিল অব এক্সপোর্টের সংখ্যা।

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দাখিলকৃত বিল অব এন্ট্রির সংখ্যা ছিল ১৪,০১,০৭৬ টি এবং খালাসকৃত বিল অব এন্ট্রির সংখ্যা ছিল ১৩,৮৭,৮১৩ টি। অপরদিকে দাখিলকৃত বিল অব এক্সপোর্টের সংখ্যা ছিল ১৫,৬২,০৫৯ টি এবং খালাসকৃত বিল অব এক্সপোর্টের সংখ্যা ছিল ১৫,২৯,২৭১ টি।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিল অব এন্ট্রির দাখিলকৃত ও খালাসকৃত সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১২,৪৫,৯৫০ টি ও ১২,২৯,৪৫৯ টি এবং বিল অব এক্সপোর্টের দাখিলকৃত ও খালাসকৃত সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৩,৪৪,৯৫৮ টি ও ১৩,০৬,৬৬০ টি।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১,৫৫,১২৬ টি বিল অব এন্ট্রি বেশি দাখিল হয়েছে অর্থাৎ বিল অব এন্ট্রি দাখিলের সংখ্যা ১২.৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে বিল অব এন্ট্রি খালাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১,৫৮,৩৫৪ টি অর্থাৎ ১২.৮৭ শতাংশ।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সাথে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বিল অব এক্সপোর্টের সংখ্যা তুলনা করলে দেখা যায় যে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিল অব এক্সপোর্ট দাখিলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ২,১৭,১০১ টি অর্থাৎ ১৬.১৪ শতাংশ এবং বিল এক্সপোর্ট খালাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ২,২২,৬১১ টি অর্থাৎ ১৭.০৪ শতাংশ।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কাস্টম হাউস/কমিশনারেটভিত্তিক বিল অব এন্ট্রি ও বিল অব এক্সপোর্টের সংখ্যা সারণী-৮০ তে দেখানো হয়েছে।

আগত যাত্রী ও বহির্গামী যাত্রী

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিভিন্ন কাস্টম হাউস/কমিশনারেট এর মাধ্যমে আগত যাত্রীর সংখ্যা ৫৫,৮৯,৮২৭ জন এবং বহির্গামী যাত্রীর সংখ্যা ৫৫,৮০,৩১১ জন।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আগত এবং বহির্গামী যাত্রীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫০,৯১,৬৩৮ ও ৫৩,২১,৯১৭ জন।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আগত যাত্রী ৪,৯৮,১৮৯ জন বা ৯.৭৮ শতাংশ বেশী এবং বহির্গামী যাত্রী ২,৫৮,৩৯৪ জন বা ৪.৮৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছর ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বিভিন্ন কমিশনারেটভিত্তিক যাত্রী সংখ্যা সারণী-৮১ তে এবং মাসভিত্তিক যাত্রী সংখ্যা সারণী-৮২ তে দেখানো হয়েছে।

আমদানিকৃত ব্যাগেজের পণ্যমূল্য ও সংগৃহীত রাজস্ব

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আমদানিকৃত ব্যাগেজের পণ্যমূল্য ২২৫.৭২ কোটি টাকা এবং আমদানি ব্যাগেজ থেকে আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ ১৩০.৮২ কোটি টাকা। এর মধ্যে শুল্ক-করাদির পরিমাণ ৮৮.৬৬ কোটি টাকা এবং অর্থদন্ড/জরিমানার পরিমাণ ৪২.১৬ কোটি টাকা।

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আমদানিকৃত ব্যাগেজের পণ্যমূল্য ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আমদানিকৃত ব্যাগেজের পণ্যমূল্য ২২৫.৬২ কোটি টাকা থেকে ০.১ কোটি টাকা বা ০.০৪ শতাংশ বেশি এবং ব্যাগেজ থেকে আহরণকৃত রাজস্ব ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আহরণকৃত রাজস্ব ৮১.৯৯ কোটি টাকা থেকে ৪৮.৮৩ কোটি টাকা বা ৫৯.৫৬ শতাংশ বেশি।

- ২০১৬-১৭ অর্থবছর ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরের দপ্তরভিত্তিক আমদানিকৃত ব্যাগেজের পণ্য মূল্য ও আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ সারণী- ৮৩ তে এবং মাসভিত্তিক তথ্য সারণী- ৮৪ তে দেখানো হয়েছে।

ADR (Alternative Dispute Resolution) সম্পর্কিত মামলার তথ্য

২০১৭-১৮ অর্থবছরে ADR এ গৃহীত মামলার সংখ্যা ১৭, ADR এ নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ৯ ও ADR এ আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ ০.৮৩ যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ADR এ আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ ১.০১ হতে ১৭.৮২ শতাংশ কম। ADR (Alternative Dispute Resolution) সম্পর্কিত মামলার তথ্য সারণী-৮৭ তে দেখানো হয়েছে।

কাস্টমস করিডোর সংক্রান্ত তথ্য

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কাস্টমস করিডোরের মাধ্যমে আহরিত রাজস্বের পরিমাণ ৬০.৬৬ কোটি টাকা। করিডোরের মাধ্যমে আগত গবাদিপশুর সংখ্যা ১২,১৮,৫৭৬ টি।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৪৫.২৭ কোটি টাকা এবং আগত গবাদিপশু সংখ্যা ছিল ৯,০২,৪৫৭ টি।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পশু আমদানির সংখ্যা ৩৫.০৩ শতাংশ বেশি হয়েছে এবং রাজস্ব বেশি হয়েছে ৩৩.৯৯ শতাংশ।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিভিন্ন কমিশনারেটভিত্তিক পরিসংখ্যান সারণী-৮৮ এ দেখানো হয়েছে।

কাস্টমস সংক্রান্ত আটক মামলা

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিভিন্ন আটককারী সংস্থা এবং কাস্টমস বিভাগ কর্তৃক দায়েরকৃত কাস্টমস্ সংক্রান্ত আটক মামলার সংখ্যা ১১,৩১১ টি এবং আটককৃত পণ্যের মূল্য ২১৩.৫৮ কোটি টাকা। কাস্টম হাউস ও কমিশনারেটভিত্তিক আটক মামলার সংখ্যা ও আটককৃত পণ্যের মূল্য সারণী-৮৫ এ দেখানো হয়েছে।
- উল্লিখিত আটক মামলার মধ্যে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ কর্তৃক দায়েরকৃত আটক মামলার সংখ্যা ৭০২৭ টি এবং আটক পণ্যের মূল্য ৪১.২৯ কোটি টাকা।
- কাস্টমস বিভাগ কর্তৃক দায়েরকৃত আটক মামলার সংখ্যা ৪,২৮৪ টি এবং আটক পণ্যের মূল্য ১৭২.২৯ কোটি টাকা।
- কাস্টম হাউস/কমিশনারেটভিত্তিক আটক ব্যতীত অন্যান্য কাস্টমস্ সংক্রান্ত মামলার তথ্য সারণী-৮৬ তে দেখানো হয়েছে। কাস্টমস্ ডিউটি বা মূল্য সংযোজন কর নির্বিশেষে কাস্টম হাউস ও কমিশনারেটসমূহের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আটককৃত প্রধান কয়েকটি আটক পণ্যের (মূল্যভিত্তিক) তথ্য এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আটককৃত স্বর্ণ, রৌপ্য ও বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ সারণী-৮৯ ও ৯০ এ দেখানো হয়েছে।

কাস্টমস (শুল্ক) নিরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাদি

শুল্ক মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট কাস্টমস (শুল্ক) সংক্রান্ত নিরীক্ষা করে থাকে। এ দপ্তরের অধীনে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৮৭২ টি বিল অব এন্ট্রি নিরীক্ষা করে ২৯.২১ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি উদঘাটন করেছে। ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত শুল্ক মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট কর্তৃক সম্পাদিত নিরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সারণী-৯১ এ দেখানো হয়েছে।

নিলাম

২০১৭-১৮ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত নিলামের সংখ্যা ১,৯১২ টি এবং নিলামের মাধ্যমে সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ ৮১.৩৬ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিভিন্ন কমিশনারেটভিত্তিক পরিসংখ্যান সারণী-৯২ এ দেখানো হয়েছে।

বকেয়া রাজস্ব

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৬,২৪৫.৯৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে হাইকোর্টে বিচারাধীন মামলায় জড়িত বকেয়া রাজস্ব ৩,১৯৩.০৭ কোটি টাকাসহ আপীলাত ট্রাইবুনাল, আপীল কমিশনারেট, সার্টিফিকেট মামলা ও সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন মামলায় জড়িত মোট বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ ৪,৮৬৭.৫২ কোটি টাকা। মামলা ব্যতিত বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ ১,৩৭৮.৪৪ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আহরণকৃত বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ ছিল ২৫৩.৭২ কোটি টাকা। কাস্টম হাউস ও কমিশনারেটভিত্তিক বকেয়া রাজস্ব পরিস্থিতি সারণী-৯৩ এ দেখানো হয়েছে।

বন্ডেড ওয়্যারহাউজ সংক্রান্ত তথ্যাদি

- ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৮,০১৯ টি। এর মধ্যে ১০০ শতাংশ রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের সংখ্যা ৭,৮৬৯ টি এবং ১০০ শতাংশ রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের সংখ্যা ১৫০টি।
- ১০০ শতাংশ রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সরাসরি রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের সংখ্যা ৫,৫৭৯ টি এবং প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের সংখ্যা ২,২৯০ টি।
- ইপিজেড (EPZ) এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের সংখ্যা ৪৯৪ টি।
- ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের সংখ্যা ৩৫ টি।
- হোম কনজাম্পসন বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের সংখ্যা ১০৩ টি।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বন্ডেড ওয়্যারহাউস থেকে আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ ৩,৬১০.৫১ কোটি টাকা, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আহরণকৃত ৩,৩৪২.৬৫ কোটি টাকা থেকে ২৬৭.৮৬ কোটি টাকা বা ৮.০১ শতাংশ বেশী।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত দপ্তরভিত্তিক বন্ডেড ওয়্যারহাউসের সংখ্যা সারণী-৯৪; ২০১৬-১৭ অর্থবছর ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বন্ডেড ওয়্যারহাউস থেকে আহরণকৃত রাজস্ব তথ্য সারণী-৯৫ এ এবং ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্যতা সম্পর্কিত তথ্য সারণী-৯৫(ক) এ দেখানো হয়েছে।

কাস্টম হাউস/কমিশনারেটের আওতায় ঘোষিত কাস্টমস স্টেশন সংক্রান্ত তথ্যাদি

কাস্টম হাউস/কমিশনারেটের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ঘোষিত কাস্টমস স্টেশন সংক্রান্ত তথ্য সারণী-৯৬ এ দেখানো হয়েছে, এছাড়া কমিশনারেটের আওতাভুক্ত কাস্টমস স্টেশনের মাধ্যমে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্যাবলী সারণী-৯৬(ক) এ দেখানো হয়েছে ।

স্থানীয় ভ্যাট পর্যায়ের রাজস্ব

স্থানীয় পর্যায়ে মূসকের মধ্যে যে সকল কর খাতের আহরণসমূহ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে, তা হলোঃ

- স্থানীয় পর্যায়ের মূসক

- স্থানীয় পর্যায়ের সম্পূরক শুল্ক
- টার্নওভার কর
- আবগারী শুল্ক

লক্ষ্যমাত্রা

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে স্থানীয় মূসকের ক্ষেত্রে মূল লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৯১,০০০.০০ কোটি টাকা, যা নির্ধারণে পূর্ববর্তী বছরের (২০১৬-১৭ অর্থবছর) আহরণের (৬৩,৫৬২.৪২ কোটি টাকা) তুলনায় প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছিল ৪৩.১৭%।
- পরবর্তীতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৮৩,০০০.০০ কোটি টাকা, যা নির্ধারণে বিগত বছরের (২০১৬-১৭ অর্থবছর) আহরণের (৬৩,৫৬২.৪২ কোটি টাকা) তুলনায় প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ৩০.৫৮%।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের মূল লক্ষ্যমাত্রা ও সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার বিবরণী সারণী-৯৭(ক) ও ৯৭(খ) এ দেখানো হয়েছে।

আহরণঃ

২০১৭-১৮ অর্থবছরে স্থানীয় মূসক পর্যায়ে আহরণ হয়েছে ৭৮,৬৯৩.৯৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা (৮৩,০০০.০০ কোটি টাকা) এর চেয়ে ৪,৩০৬.০৩ কোটি টাকা বা ৫.১৯ শতাংশ কম আহরণ হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৯৪.৮১ শতাংশ। এ আহরণ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের আহরণ ৬৩৫৬২.৪২ কোটি টাকা থেকে ১৫,১৩১.৫৫ কোটি টাকা বা ২৩.৮১ শতাংশ বেশী (সারণী - ১৭) এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরণকৃত মোট রাজস্বের (২,০২,৩১২.৯৪ কোটি টাকা) ৩৮.৯০ শতাংশ (সারণী - ১০) ও মোট পরোক্ষ করের (১,৩৯,৯৭২.৫২ কোটি টাকা) ৫৬.২২ শতাংশ।

দপ্তরভিত্তিক রাজস্ব

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে স্থানীয় মূসকে সর্বাধিক রাজস্ব আহরণ করেছে বৃহৎ করদাতা ইউনিট (মূসক) ঢাকা। এ দপ্তর ৪৫,৮৮৯.৭০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আহরণ করেছে ৪৪,৫৬৩.৪০ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৩২৬.৩০ কোটি টাকা কম আহরণ করেছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৯৭.১১ শতাংশ। এ আহরণ স্থানীয় পর্যায়ে মূসকের আহরণকৃত মোট রাজস্বের ৫৬.৬৩ শতাংশ।

- স্থানীয় মূসক পর্যায়ে রাজস্ব আদায়ে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে শুল্ক, আবগারি ও মূসক কমিশনারেট, চট্টগ্রাম। এ কমিশনারেট ৮,৯০৩.৪১ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আহরণ করেছে ৮৫৩২.৫৪ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩৭০.৮৭ কোটি টাকা কম আহরণ করেছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৯৫.৮৩ শতাংশ। এ আহরণ স্থানীয় মূসক পর্যায়ে আহরণকৃত মোট রাজস্বের ১০.৮৪ শতাংশ।

- স্থানীয় মূসক পর্যায়ে রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে তৃতীয় অবস্থানে আছে শুল্ক, আবগারি ও মূসক কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর)। এ কমিশনারেট ৭,৬৭৯.২১ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আহরণ করেছে ৬,৭৪২.২৩ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে এ দপ্তর ৯৩৬.৯৮ কোটি টাকা কম আহরণ করেছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৮৭.৮০ শতাংশ। এ আহরণ স্থানীয় মূসক পর্যায়ে আহরণকৃত মোট রাজস্বের ৮.৫৭ শতাংশ।

  ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কমিশনারেটভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ তথ্য সারণী - ৯৮ এ দেখানো হয়েছে এবং মোট রাজস্বে কমিশনারেটভিত্তিক অবদান লেখচিত্র - ১৯ এ দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র - ১৯ ঃ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে স্থানীয় মূসক পর্যায়ে আহরণকৃত মোট রাজস্বে কমিশনারেটভিত্তিক অবদান

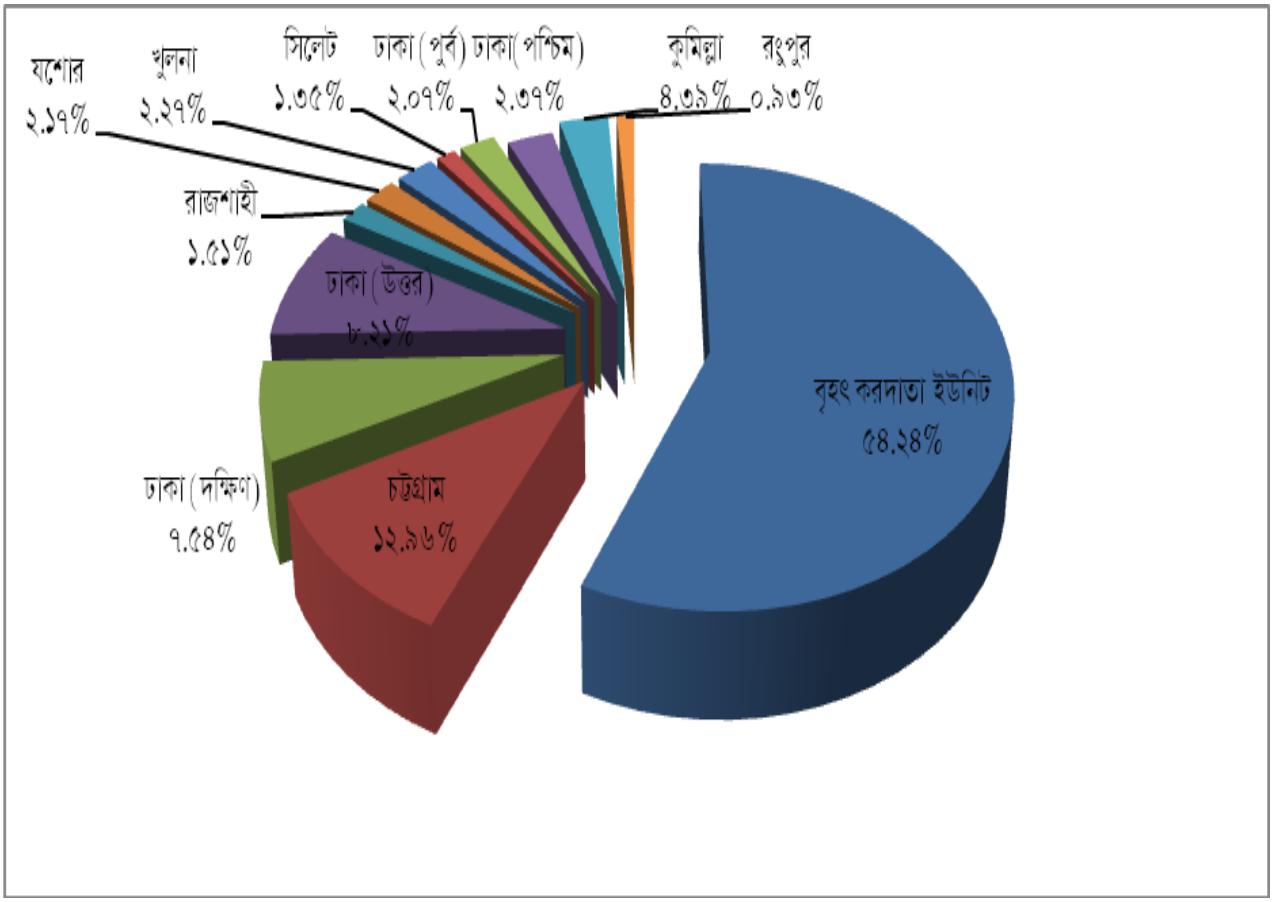

খাতভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ

২০১৭-১৮ অর্থবছরে স্থানীয় পর্যায়ে মূসকের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ৮৩,০০০.০০ কোটি টাকার মধ্যে ঃ

- আবগারি শুল্কের লক্ষ্যমাত্রা ১,৭৫২.৬৮ কোটি টাকা;
- মূল্য সংযোজন করের (স্থানীয় পর্যায়ে) লক্ষ্যমাত্রা ৫০,৭৯৪.০১ কোটি টাকা;
- সম্পূরক শুল্কের (স্থানীয় পর্যায়ে) লক্ষ্যমাত্রা ৩০,৪৪৮.৪২ কোটি;
- টার্নওভার কর এর লক্ষ্যমাত্রা ৪.৮৯ কোটি টাকা।

স্থানীয় পর্যায়ে আহরণকৃত রাজস্ব ৭৮,৬৯৩.৯৭ কোটি টাকার মধ্যে

- আবগারি শুল্ক আহরণ ২,০৭২.৫৯ কোটি টাকা;
- মূল্য সংযোজন কর আহরণ ৪৬,৭১৬.৪৫ কোটি টাকা;
- সম্পূরক শুল্ক আহরণ ২৯,৯০২.৭৪ কোটি টাকা;
- টার্নওভার কর আহরণ ২.১৯ কোটি টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে স্থানীয় পর্যায়ে মোট রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রার খাতভিত্তিক শতকরা হার লেখচিত্র - ২০ এ এবং মোট আহরণের খাতভিত্তিক শতকরা হার লেখচিত্র - ২১ এ দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র - ২০ ঃ স্থানীয় পর্যায়ে রাজস্বে মোট লক্ষ্যমাত্রার খাতভিত্তিক শতকরা হার

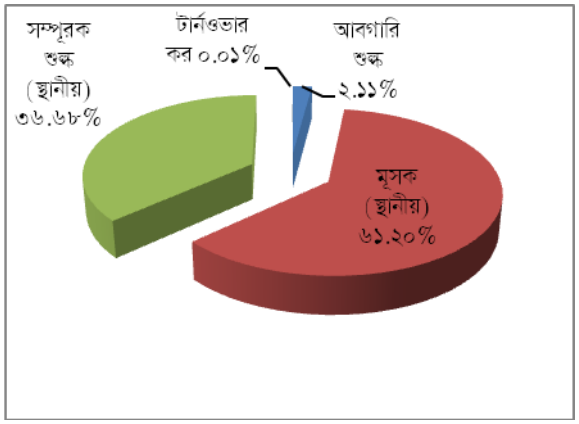

লেখচিত্র - ২১ ঃ স্থানীয় পর্যায়ে রাজস্বের মোট আহরণের খাতভিত্তিক শতকরা হার

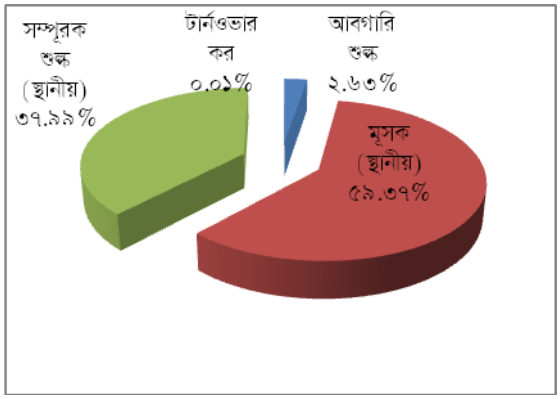

২০১৭-১৮ অর্থবছরে কমিশনারেটভিত্তিক বিভিন্ন খাতের লক্ষ্যমাত্রা, আহরণ এবং লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণের পার্থক্য (হ্রাস/বৃদ্ধি) সারণী - ৯৯ এ দেখানো হয়েছে। এছাড়া ২০১৭-১৮ অর্থবছরে স্থানীয় পর্যায়ে রাজস্বের খাতভিত্তিক মাসিক লক্ষ্যমাত্রা, আহরণ, লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার এবং লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণের পার্থক্য (হ্রাস/বৃদ্ধি) সারণী - ১০০ এ দেখানো হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে স্থানীয় পর্যায়ে কমিশনারেটওয়ারী মাসভিত্তিক রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ তথ্য সারণী - ১০১ এ, কমিশনারেটওয়ারী আবগারি শুল্কের মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ সারণী - ১০২ এ, মূল্য সংযোজন করের মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ সারণী - ১০৩ এ, সম্পূরক শুল্কের মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ সারণী - ১০৪ এ এবং টার্নওভার করের মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ সারণী - ১০৫ এ দেখানো হয়েছে।

পণ্য ও সেবাভিত্তিক আহরণ

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সর্বাধিক রাজস্ব ২১,৯৭৬.৫০ কোটি টাকা আহরণ হয়েছে সিগারেট থেকে।
- দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ট্রেড ভ্যাট, এ খাত থেকে আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ ৭,১১১.০০ কোটি টাকা।
- তৃতীয় স্থানে রয়েছে নির্মাণ সংস্থা এবং এ খাত থেকে আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ ৫,৮২৬.০৪ কোটি টাকা।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে স্থানীয় পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য ২৬ টি পণ্য ও সেবা খাত থেকে আহরণকৃত রাজস্ব ও মোট আহরণের শতকরা হার সারণী - ১০৬ এ দেখানো হয়েছে এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরের স্থানীয় পর্যায়ের প্রধান ১০টি পণ্য ও প্রধান ১০টি সেবা খাতে আহরণ এবং স্থানীয় পর্যায়ের পণ্য খাতের মোট আহরণের ও সেবা খাতের মোট আহরণের শতকরা হার যথাক্রমে সারণী - ১০৭ এ ও সারণী - ১০৮ এ দেখানো হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কমিশনারেটওয়ারী স্থানীয় পর্যায়ের আবগারি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্কের পণ্য ও সেবাভিত্তিক আহরণ তথ্য সারণী - ১০৯ এ দেখানো হয়েছে। এছাড়া ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিভিন্ন কমিশনারেটের প্রধান ১০টি পণ্য এবং প্রধান ১০টি সেবা খাতের নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং রাজস্ব আহরণ সংক্রান্ত তথ্য সারণী - ১১১ এ দেখানো হয়েছে।

স্থানীয় মূসক পর্যায়ে আইটেমওয়ারী কমিশনারেটওয়ারী আহরণ

২০১৭-১৮ অর্থবছরে স্থানীয় মূসক পর্যায়ে কমিশনারেট সমূহের আবগারি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর (মূসক), সম্পূরক শুল্ক ও টার্নওভার ট্যাক্স এর বিভিন্ন পণ্য ও সেবা খাতে আইটেমওয়ারী আহরণ বিবরণী সারণী - ১০৯ এ এবং যে সমস্ত পণ্য ও সেবা খাতে মূসক ও সম্পূরক শুল্ক বিদ্যমান, কেবল সে সমস্ত পণ্য ও সেবা খাতসমূহের মূসক ও সম্পূরক শুল্ক একত্রিত করে সারণী - ১১০(ক) ও সারণী - ১১০(খ) এ দেখানো হয়েছে।

উৎসে কর্তন

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে স্থানীয় পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর উৎসে কর্তনের মোট পরিমাণ ছিল ১৮,৫৪২.১৫ কোটি টাকা, যা স্থানীয় পর্যায়ে মূসক খাতে মোট আহরণের (৫৫৮০৭.৬৪ কোটি টাকা) ৩৩.২৩ শতাংশ এবং স্থানীয় পর্যায়ে সর্বমোট আহরণের (৭৮,৬৯৩.৯৭ কোটি টাকা) ২৩.৫৬ শতাংশ।
- উৎসে মূসক কর্তনের প্রধান ৫টি খাত হল নির্মাণ সংস্থা, অগ্রিম ট্রেড ভ্যাট (এটিভি), যোগানদার, ইজারাদার ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড।
- উক্ত খাতগুলির মধ্যে নির্মাণ সংস্থা খাতে আহরণ হয়েছে ৪,০৫৩.৯০ কোটি টাকা (যা মোট উৎস কর্তনের ২১.৮৬ শতাংশ), অগ্রিম ট্রেড ভ্যাট (এটিভি) খাতে আহরণ হয়েছে ১,৫৩৬.০৬ কোটি টাকা (যা মোট উৎস কর্তনের ৮.২৮ শতাংশ), যোগানদার খাতে আহরণ হয়েছে ৪,৬৩০.৫০ কোটি টাকা (যা মোট উৎস কর্তনের ২৪.৯৭ শতাংশ), বিদ্যুৎ খাতে আহরণ হয়েছে ৪১৭.৮৯ কোটি টাকা (যা মোট উৎস কর্তনের ২.২৫শতাংশ) এবং ইজারাদার খাতে আহরণ হয়েছে ২৭৯.৭৭ কোটি টাকা (যা মোট উৎস কর্তনের ১.৫১ শতাংশ)।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রত্যেক কমিশনারেটের প্রধান ৫টি উৎসে মূসক কর্তনের খাতসহ মোট উৎসে কর্তনের পরিমাণ সারণী - ১১২ এ দেখানো হয়েছে।

মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত মামলা

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে শুল্ক, আবগারি ও মূসক কর্তৃপক্ষের অধীনে দায়েরকৃত মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ছিল ৬,৫৫০টি। উদ্‌ঘাটিত ফাঁকিকৃত রাজস্বের পরিমাণ ১,৩২৯.১৯ কোটি টাকা এবং আরোপিত অর্থ দন্ডের পরিমাণ ৩.২৭ কোটি টাকা।
- এর মধ্যে অনিয়ম মামলার সংখ্যা ৪,১৫৪টি ও উদ্‌ঘাটিত ফাঁকিকৃত রাজস্বের পরিমাণ ২১.৯৩ কোটি টাকা, করফাঁকি সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ৭৭৮টি ও উদ্‌ঘাটিত ফাঁকিকৃত রাজস্বের পরিমাণ ১,২৯২.৪২ কোটি টাকা এবং আটক মামলার সংখ্যা ১৬১৮টি ও উদ্‌ঘাটিত ফাঁকিকৃত রাজস্বের পরিমাণ ৪.৯৩ কোটি টাকা। মামলা সংশ্লিষ্ট মোট আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ ৫৪০.০৪ কোটি টাকা।
- এর মধ্যে ফাঁকিকৃত রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ৫৩০.৭৫ কোটি টাকা এবং আহরণকৃত অর্থ দন্ডের পরিমাণ ৯.৩০ কোটি টাকা (সারণী - ১১৩)।

প্রধান আটক পণ্য

২০১৭-১৮ অর্থবছরে মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় পর্যায়ে) সংশ্লিষ্ট আটক পণ্যের মধ্যে বেড়া নেট ২০১৬২ পিস, পলি ব্যাগ ৯৩৪.৫০ কেজি এবং বিভিন্ন প্রকার মাস্টার কার্টন ৪,২৪৪ পিস ইত্যাদি প্রধান। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আটক প্রধান ১০টি পণ্য এবং প্রত্যেক কমিশনারেট কর্তৃক আটককৃত প্রধান ১০টি পণ্যের বিবরণী যথাক্রমে সারণী - ১১৪ এ ও সারণী - ১১৫ এ দেখানো হয়েছে।

নিরীক্ষা

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সর্বমোট নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩১৯টি। এর মধ্যে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ২৫৪টি, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ৫০টি এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ১৫টি।

- উদ্‌ঘাটিত ফাঁকিকৃত রাজস্বের পরিমাণ ২,২৫২ কোটি টাকা। ৩৭৬ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান থেকে, ১,৮০৮ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে এবং ৬৮ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থেকে।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে নিরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট আহরণকৃত রাজস্ব ৭১ কোটি টাকার মধ্যে ৩২ কোটি টাকা আহরণ হয়েছে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান থেকে এবং ৩৯ কোটি টাকা আহরণ হয়েছে সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরের দপ্তরভিত্তিক নিরীক্ষা তথ্য সারণী - ১১৬ এ দেখানো হয়েছে।
- এছাড়া মূসক নিরীক্ষা গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিভিন্ন কমিশনারেটে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং উদঘাটিত ফাঁকিকৃত রাজস্বের পরিমাণ সারণী - ১১৭ এ দেখানো হয়েছে ।

বকেয়া রাজস্ব

- ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৪২,৪০৮.৫৫ কোটি টাকা এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত স্থানীয় পর্যায়ে বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৩৭,৩০৮.৫৯ কোটি টাকা যা বিগত অর্থবছর থেকে ৫,০৯৯.৯৬ কোটি টাকা বা ১২.০৩ শতাংশ কম।
- এর মধ্যে হাইকোর্টে বিচারাধীন মামলায় জড়িত বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ ১৫,৭০৮.০২ কোটি টাকাসহ আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, আপীল কমিশনারেট, সার্টিফিকেট মামলা ও সুপ্রিমকোর্টে বিচারাধীন মামলায় জড়িত মোট বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ ১৮৬৬১.৬৮ কোটি টাকা।
- মামলা নেই এমন বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১৮,৬৪৬.৯১ কোটি টাকা।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কমিশনারেটভিত্তিক বকেয়া রাজস্ব পরিস্থিতি সারণী - ১১৮ এ দেখানো হয়েছে। এছাড়া ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিভিন্ন আদালতে মূসকের মামলার সংখ্যা ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ এবং কমিশনারেটসমূহের বিভিন্ন আদালতে মূসকের মামলার সংখ্যা ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ও সারণী - ১১৯ ও সারণী - ১১৯(ক) ও ১১৯(খ) এ দেখানো হয়েছে ।

নিবন্ধন ও দাখিলপত্র পেশ

- ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধনের সংখ্যা ৭,৮৪,২৭১টি। এর মধ্যে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ১,১২,১০২টি, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ৩,৭৩,৭৮২টি এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ২,৯৮,৩৮৭টি। এছাড়া টার্নওভার কর এবং কুটির শিল্পে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যথাক্রমে ৩৬,৬৭০টি ও ৪,১১১টি।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত নিবন্ধন বাতিলকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৮,৯৪৭টি, যার মধ্যে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ১,৩৯৪টি, সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ৫,৮৪৮টি এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ১,৭০৫টি।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত টার্নওভার বা কুটির শিল্প তালিকা বাতিলকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১,৩৬০টি। এর মধ্যে ১,৩১০টি টার্ণওভার কর প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দাখিলপত্র পেশকারী (নিবন্ধিত) প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৫৬,২৯৭টি, এর মধ্যে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১১,৭৭৫টি, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩০,৪৮৩টি এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৪,০৩৯টি।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দাখিলপত্র পেশকারী (তালিকাভুক্ত) প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৭২৫টি, এর মধ্যে টার্নওভার কর প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ৭২৩টি এবং কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান ২টি।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরের নিবন্ধন ও দাখিলপত্র পেশ সংক্রান্ত তথ্য সারণী - ১২০ এ দেখানো হয়েছে।

প্রত্যর্পণ

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রপ্তানিকারকগণকে রপ্তানির বিপরীতে মোট ১০৯.৬০ কোটি টাকা প্রত্যর্পণ হিসেবে পরিশোধ করা হয়েছে। উল্লিখিত প্রত্যপর্ণকৃত অর্থের সম্পূর্ণটাই শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডেডো) কর্তৃক পরিশোধ করা হয়েছে ।

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পরিশোধিত ১৪৩.০৫ কোটি টাকার তুলনায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩৩.৪৫ কোটি টাকা অর্থাৎ ২৩.৩৮ শতাংশ কম প্রত্যর্পণ পরিশোধ করা হয়েছে।
- ২০০৭-০৮ অর্থবছর হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রত্যর্পণ পরিশোধের বিবরণ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পরিশোধিত প্রত্যর্পণের প্রধান ১০ (দশ) টি পণ্য/সেবা খাতের নাম ও প্রত্যর্পণের পরিমাণ সারণী - ১২১(ক) ও ১২১(খ) এ দেখানো হয়েছে ।

আপীল মামলার তথ্য

মামলা দায়ের

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দায়েরকৃত আপীল মামলার সংখ্যা ৫২১টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ১১৬.২৩ কোটি টাকা।
- এর মধ্যে কাস্টমস সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ৫০২টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ৬৯.৫৭ কোটি টাকা যা সারণী ১২২ এ দেখানো হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কাস্টমস সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ছিল ৭০০টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১৩৬.৬৫ কোটি টাকা
- মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ১৯টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ৪৬.৬৪ কোটি টাকা যা সারণী ১২২ (খ) এ দেখানো হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ছিল ৪১টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১১.৩৬ কোটি টাকা।

নিষ্পন্ন মামলা

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৫৯১টি আপীল মামলা নিষ্পন্ন হয়েছে। নিষ্পন্নকৃত আপীল মামলার সাথে জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ১৩০.৮৪ কোটি টাকা যা সারণী ১২২ এ দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে কাস্টমস সংক্রান্ত মামলা ছিল ৭৫৯টি ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১০৭.৫৭ কোটি টাকা এবং অর্থবছরে মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত মামলা ছিল ২৮টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৪৩.৬৩ কোটি টাকা।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে নিষ্পন্নকৃত আপীল মামলার সংখ্যা ৮৬৫টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ১৫৬.৩০ কোটি টাকা। এর মধ্যে কাস্টমস সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ৮২৮টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ১৪৯.৯৩ কোটি টাকা এবং মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত মামলা ৩৭টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ৬.৩৭ কোটি টাকা। যা সারণী ১২২ (ক) এ দেখানো হয়েছে।

অনিষ্পন্ন মামলা

- ২০১৭-১৮ অর্থবছর শেষে অনিষ্পন্ন আপীল মামলার সংখ্যা ছিল ১৮৩টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ৩৩.৬২ কোটি টাকা। এর মধ্যে কাস্টমস সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ১৪৭টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ১৯.২৩ কোটি টাকা এবং মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ৩৬টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ১৪.৩৭ কোটি টাকা। যা সারণী ১২২ (খ) এ দেখানো হয়েছে।

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম

পরোক্ষ কর সম্পর্কিত কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে শুল্ক, আবগারি ও মূসক ট্রেনিং একাডেমি, চট্টগ্রাম নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে একাডেমীর নিজস্ব বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের কার্যক্রম হিসেবে সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ ২৭,২৮,২৯ ও ৩০তম কোর্সে (৯৯+৯২+৯০+৯৪)= ৩৭৫ জন সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তাদের বুণিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে একাডেমীতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া Need Based Training on VAT , HS Classification, Workshop on post Clearance Audit with the collaboration of UDAID and NBR, MS word and Letter Designing, MS Excel and Formatted Revenue analysis, MS Presentation Power point, আর্ন্তজাতিক দুর্নীতি বিরোধ দিবস উপলক্ষ্যে সেমিনার, রিফেশার্স কোর্সে (৬০+৩৫+১১২+২৫+২৮+৮৬+১১৫+১৬+১৬+১৬)=৫০৯ জন সহকারী কমিশনার, রাজস্ব কর্মকর্তা ও সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সারচার্জ আদায়

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিভিন্ন কমিশনারেট থেকে আহরণকৃত স্থানীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পরিবেশ সুরক্ষা সারচার্জ ও আমদানি পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উন্নয়ন খাতে মোবাইল সেট আমদানির উপর সারচার্জ এবং স্বাস্থ্য উন্নয়ন খাতে তামাকজাত পণ্য আমদানির উপর সারচার্জ বিবরণী সারণী - ১২৪(ক) ও সারণী - ১২৪(খ) এ দেখানো হয়েছে।

ADR সংক্রান্ত

স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কমিশনারেটের ADR বিবরণী সারণী - ১২৫ এ দেখানো হয়েছে। ২০১৭-১৮অর্থবছরে ADR এ গৃহীত মামলার সংখ্যা ৪৬ টি এবং নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ২৫ টি। উক্ত বছরে ADR এ আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ ১৪৮৫৩১১ হাজার টাকা অর্থাৎ ১৪৮.৫৩ কোটি টাকা।

ECR/POS সম্পর্কিত এবং বিভিন্ন কমিশনারেটের অধীন ডিভিশন ও সার্কেল সংখ্যা

২০১৭-১৮ অর্থবছরের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন স্থানীয় পর্যায়ে মূসক কমিশনারেটসমূহের অধীনে বিভিন্ন ডিভিশনে ব্যবহারকারী **ECR/POS** - এর সংখ্যা ও তা থেকে আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন স্থানীয় পর্যায়ে মূসক কমিশনারেটসমূহের অধীন মোট ডিভিশন ও সার্কেল এর সংখ্যা যথাক্রমে সারণী - ১২৬ ও সারণী - ১২৭ তে দেখানো হয়েছে।